International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

নারীবাদ : চরমপন্থা ও উদারনৈতিকতা; একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

অমৃতা চ্যাটার্জী

Sact-1, Department of Philosophy, Serampore Girls' College, Hooghly

Abstract/ সারসংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দী থেকে নারীবাদী চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য, শোষণ ও অবদমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। Charles Fourier-এর 'Feminism' শব্দপ্রয়োগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে এর বহুমাত্রিক তাত্ত্বিক রূপায়ণ নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সুসংহত করে। এই প্রবন্ধে নারীবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে বিশেষত উদারপন্থী (Liberal Feminism) ও চরমপন্থী (Radical Feminism) ধারার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। উদারপন্থী নারীবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবং আইন, শিক্ষা ও সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে অবস্থান নেয়। অপরদিকে, চরমপন্থী নারীবাদ পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকেই বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সমাজব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। উভয় ধারার মধ্যে পন্থাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের অভিন্ন লক্ষ্য হল নারীর 'other' সত্তার অবসান ঘটিয়ে মানবিক মর্যাদা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রবন্ধের উপসংহারে একটি মধ্যপন্থার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, লিঙ্গসমতা ও পারস্পরিক সহাবস্থানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মূল শব্দ / Keywords: নারীবাদ, উদারপন্থী নারীবাদ, চরমপন্থী নারীবাদ, পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ পরিচয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমতা, সামাজিক ন্যায়, নারীর অধিকার।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক Charles Fourier 'Feminism' শব্দটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম ব্যবহার করেন[১]। তিনি তাঁর কল্পিত 'New woman' এর ধারণা প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করেন – যে নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুনাফার ওপরে নয়, বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজকে পরিবর্তিত করবে। মতান্তরে ১৮৭১ সালে ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই তে প্রথম শব্দটি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শব্দটি সেই সকল পুরুষদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যাদের শরীর নারীসুলভ[২]। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে একজন নারী বিদ্বেষী লেখক তাঁর প্রবন্ধে 'Feminist' শব্দটি ব্যবহার করেন ব্যভিচারী মহিলাদের আচরণকে পুরুষালি আখ্যা দিতে। শব্দটির ব্যখ্যা ও প্রয়োগ যেমনই হোক না কেন, সমাজে নারীপুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য এবং নারীদের প্রতি হয়ে আসা দীর্ঘদিনের শোষণ ও অবদমন থেকেই নারীবাদের ক্ষেত্র সংগঠিত হতে থাকে।

নারীর প্রতি হয়ে চলা প্রতিনিয়ত শোষণ , অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চার নারীবাদী দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানীগণ সমস্যার সমাধানে বিবিধ পন্থা গ্রহণ করেন। সেইভাবেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব । তবে পন্থা ভিন্ন হলেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের মূল লক্ষ্য হল নারীর 'other' সত্ত্বার বিমোচন ও মানুষ হিসেবে নারী পুরুষের সমান অধিকার । নারীবাদী তত্ত্ব বা দর্শন শুধুমাত্র নারীদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে এমন নয় । 'মানুষ' বলতে যেন পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝানো হয় - এটিও ছিল তাদের অন্যতম ও অভিপ্রায় ।

নারীবাদী দর্শন এই কাজটি দুটি ধাপে সম্পন্ন করতে চায়। প্রথমত, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ সমতা বজায় রেখে দর্শন চর্চার নয়া পদ্ধতি প্রবর্তন করা। সকল নারীবাদীরাই নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কী উপায়ে এই লিঙ্গসাম্য লাভ করা যাবে ? বা এই বৈষম্যের কারণ কী ? এই প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই মতপার্থক্যের কারণেই নারীবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের উন্মেষ ঘটে। নারীবাদী তত্ত্বগুলোর মধ্যে বিশেষত: উল্লেখযোগ্য – ক) উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism), খ) চরমপন্থী নারীবাদ (Radical Feminism), মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism), গ) উত্তরাধুনিক নারীবাদ (Post Modern Feminism), ঘ) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism), ঙ) সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism), চ) গাইনোসেন্ট্রিক নারীবাদ (Gynocentric Feminism), ছ) পরিবেশবাদী নারীবাদ (Ecofeminism), জ) কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ (Black Feminism), ঝ) নৈরাজ্যবাদী নারীবাদ (Anarcho Feminism), ঞ) ফরাসি নারীবাদ (French Feminism), ট) উত্তর ঔপনিবেশিক নারীবাদ (Post-colonial Feminism) প্রমুখ। এই প্রবন্ধে মূলত নরম ও চরমপন্থী নারীবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

ক) উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism)

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism) নামক রাজনৈতিক মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই উদার নৈতিক নারীবাদের (Liberal Feminism) উদ্ভব। ধ্রুপদী উদার নীতিবাদের প্রধান সমর্থকগণ হলেন, Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill প্রমুখ। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ একপ্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা Individualism। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিধি যথাসম্ভব সংকুচিত করে রাখাই আদর্শ রাষ্ট্র এবং সমাজের কর্তব্য। ব্যক্তির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির ওপরই সমগ্র সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি নির্ভরশীল। উদার নীতিবাদী অ্যাডাম স্মিথের মতে, ব্যক্তিমানুষের উন্নতি বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই সমগ্র সমাজের উন্নতি বৃদ্ধি সম্ভব। এই উদারনৈতিক চিন্তা থেকেই উদারপন্থী নারীবাদের জন্ম। এই নারীবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের যুক্তিবাদী মনন ও চিন্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে চিন্তা বুদ্ধি ও মেধার দিক থেকে কোনো তারতম্য নেই। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তের যুক্তিবাদী দর্শনের ভিত্তিতে তাঁরা মনে করেন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ যুক্তিবাদী মননের অধিকারী হওয়ায় উভয়ই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। নারীদেরও পুরুষদের মতোই ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং সমান আইনি অধিকার থাকা উচিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও পুরুষের যুক্তিবাদী মননকে অস্বীকার করে তাদের জৈবিক পার্থক্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয় লিঙ্গ বৈষম্য সৃজনকারী তত্ত্ব বা মতবাদ।

এই প্রসঙ্গে উদারপন্থী নারীবাদীরা ব্যক্তি মানুষের জৈবিক লিঙ্গ এবং সৃজিত লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছেন। সাধারণ ভাবে যৌন পরিচয় বলতে ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকে বোঝানো হয়। নারীর জীবকোষে কেবলমাত্র X ক্রোমোজম থাকে এবং পুরুষের জীব কোষে X ও Y ক্রোমোজোম থাকে। এই ক্রোমোজোম ভেদে একই হরমোন নারী পুরুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। রসায়নের বিভিন্নতার ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যেই শুধু পার্থক্য তৈরি হয় এমন নয়; সব পুরুষের হরমোনের রসায়ন এক নয় আবার সব নারীর ও হরমোনের রসায়ন এক হয় না। সুতরাং পার্থক্যটা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা দেয়, কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে নয়। ক্রোমোজোম, হরমোন ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন মনে করা হয়, পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী, অন্যদিকে নারী বেশি সংবেদনশীল। পুরুষ কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসে এবং নারী কর্তার অধীনে থাকলে আশ্বস্ত বোধ করে। সমাজ পুরুষ ও নারীর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রত্যাশা করে। যেগুলোকে আমরা পুরুষোচিত গুণ বলে মনে করি সেগুলি নারীসুলভ গুণগুলির তুলনায় বিপরীত। কেউ কেউ মনে করেন নারী ও পুরুষের জৈবিক গঠনের পার্থক্যের জন্যই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টেরই পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এই যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের পার্থক্য, তা সমাজ সৃজন করে। তাই

এই পরিচয়কে বলা হয় সৃজিত লিঙ্গের পরিচয় (gender identity) । Gender Identity বলতে কতগুলি কনস্ট্রাকটেড বা সৃজিত ধর্মকে বোঝানো হয় যা সমাজ নারী কিংবা পুরুষের থেকে প্রত্যাশা করে; যেমন হঠকারিতা - সহনশীলতা, অধিনায়কত্ব- নমনীয়তা, চাঞ্চল্য- ধৈর্য। এই দ্বিকোটিক বিভাজনের প্রথমোক্ত পরিচয়টি হলো পুরুষের থেকে প্রত্যাশিত ধর্ম এবং শেষোক্ত পরিচয়টি হল নারীর থেকে প্রত্যাশিত ধর্ম। এই সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ করে যে সমস্ত নারী বা পুরুষের আচরণ তাঁরাই আদর্শ নারী কিংবা আদর্শ পুরুষ রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু এমনটা হতেই পারে একজন নারীর থেকে প্রত্যাশিত গুণগুলি একটি পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট, কিংবা তার উল্টোটা । জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় সমাজ আরোপিত বলেই তাদেরকে পুরুষালী নারী কিংবা মেয়েলি পুরুষ বলা হয়ে থাকে। আসলে পুরুষালি বা মেয়েলি বলতে যা বোঝায় তা সমাজের একজন পুরুষের কিংবা নারীর আচরণ সম্পর্কিত প্রত্যাশামাত্র।

যৌন পরিচয় কে যদি সহজাত বলা হয় এবং লিঙ্গ পরিচয়কে যদি সৃজিত বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে এই দুই স্বরূপের মধ্যে কোনো কার্যকারণ আছে কিনা। অনেকে মনে করেন যে যৌন স্বরূপ অনুযায়ী সমাজ লিঙ্গ ধর্ম নির্মাণ করে থাকে। এই মত অনুসারে জন্মসূত্রে স্থির হয়ে যায় সারাজীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ হবে আর কোনটি পুরুষের পক্ষে শোভন। ক্রোমোজম ও হরমোন দিয়ে যেন নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি (Naturalistic fallacy) ঘটে যায়। অধ্যাপক জি.ই ম্যুরের মতে এক্ষেত্রে আমরা is থেকে ought এ পৌঁছানোর চেষ্টা করি।

উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য এবং সকলের ক্ষেত্রে একই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন নিরপেক্ষ নীতি পেতে গেলে বিধিকে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। ন্যায়নীতির সঙ্গে জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের কিংবা সৃজিত লিঙ্গ পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। জন্মসূত্রে স্থির হয়ে যায় না ঠিক কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ হবে। মানুষের মন চলে যুক্তির নিয়মে। যুক্তির বলেই মানুষ আলোচনা করে আইন, দর্শন, বিধিব্যবস্থা। উদারপন্থী নারীবাদ মনে করে রিজন বা যুক্তির কোনো লিঙ্গ পরিচয় নেই। মানুষ যখন যুক্তি ব্যবহার করে, তখন সে তার ব্যক্তিগত লিঙ্গ পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারী, পুরুষ এই পরিচয়ের অতিরিক্ত আমাদের প্রত্যেকের আরেকটা পরিচয় আছে, যেখানে আমরা সকলেই মানুষ। এবং মানুষ মাত্রেরই সামান্য ধর্ম মনুষ্যত্ব। অর্থাৎ আমরা সকলেই যৌক্তিক জীব (Rational animal)। সুতরাং লিবারাল নারীবাদীদের মতে আমরা সকলে তিনটি পরিচয় বহন করি; যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয় এবং আমরা মানুষ- এই পরিচয়। তৃতীয়টি প্রথম দুটিকে অতিক্রম করে যায়। তত্ত্ব নির্মাণ করার সময় এবং বিধি প্রণয়নের সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, 'মানুষ' পরিচয় বিরোধী কোনো পরিচয় যেন আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে। এইভাবে উদারপন্থী নারীবাদীরা চান একটা বিশুদ্ধ ইতিহাস অনপেক্ষ তত্ত্বের কোটি নির্মাণ করতে যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিই হবে একমাত্র চালিকাশক্তি। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কখনো, কোথাও যদি লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে হয় বিশুদ্ধ যুক্তি তার ভূমিকা হারিয়েছে অথবা সেখানে কোনো তত্ত্বের অপপ্রয়োগ ঘটেছে। যুক্তির নিজস্ব কোনো লিঙ্গ বা পক্ষপাত নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে এমন কতগুলি তত্ত্ব থাকতে পারে যেখানে লিঙ্গ সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ত্রুটিকে উদারনৈতিক নারীবাদীগণ স্বেচ্ছাকৃত সচেতন ভুল (Error of commission) না বলে, অনবধান ঘটিত ভুল (Error of omission) বলার পক্ষপাতী[২] । তাঁদের মতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই নারী ও পুরুষের মানুষরূপে সমতা অবধারণ করতে সক্ষম হয়নি। অনবধান ঘটিত ভুল বলতে বোঝায় যা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে লিঙ্গ রাজনীতির অংশ নয়, কিন্তু অসচেতনতাবশতঃ লিঙ্গ বৈষম্যকে অনুমোদিত করে। ফলতঃ নিয়ম নির্মাণ অথবা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক বৈষম্যের জন্য পুরুষ অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু উভয়ই যে মানুষ , এই সাধারণ পরিচয়টি অসচেতনতাবশতঃ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছে। উদারপন্থী নারীবাদীরা এই অসচেতনতার কারণে ঘটা ভুলকে অনবধান ঘটিত ভুল বলেই মনে করেন। এই নারীবাদী তত্ত্ব অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প বা Method of Inclusion এর

কথা বলে। যেমন ধ্রুপদী নীতি দর্শনে Abortion এর বিষয়টি গুরুত্ব পায়না। এবার নারীর অভিজ্ঞতাকে তত্ত্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে Abortion এর নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । নারীর অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

অপর একটি দিক থেকেও অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন উদারপন্থী নারীবাদীরা; নারীকে সামাজিক মূল কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার কথা। নারী ও পুরুষের শিক্ষায় এবং কর্ম নিযুক্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলেন তাঁরা। এই উদ্দেশ্যে লিবারাল নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬ সালে একটি সংগঠন তৈরি করেন National Organisation for Women । এই সংগঠন দেশের Republican Democratic পার্টির কাছে আট দফা দাবি পেশ করে। এই দাবিগুলি হল -

১. সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান।

২. নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করা।

৩. কর্মক্ষেত্রে Maternity Leave এর অধিকার এবং Social Security-র সুবিধা।

৪. কর্মরত অভিভাবকদের শিশু এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করে ছাড় দেওয়া।

৫. শিশুদের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্র নির্মাণ।

৬. সমান শিক্ষা এবং একই প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের অধিকার।

৭. কর্মক্ষেত্রে সমান প্রশিক্ষণের অধিকার এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা।

৮. মহিলাদের নিজের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার।

NOW আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। উদারপন্থী নারীবাদীরা যখন বাহ্য জগতে মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন তখন তাঁরা বাইরের সমাজের প্রচলিত ছাঁচটি বদলের কথা বলেন না; যেমন তাঁরা বলেন না যে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি, সমাজে মহিলার অনুন্নত অবস্থার জন্য দায়ী। তাঁদের প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতির চেহারা যাই হোক না কেন, মেয়েরা সেখানে অদৃশ্য কেন, মেয়েদের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে আর এজন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এ ছাড়াও এই নারীবাদ গৃহস্থালী কর্মকে 'শ্রম' হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। একই গৃহকর্ম যখন পুরুষ বাইরের জগতে সাধন করে তখন তার জন্য সে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু রান্না করা, ইস্ত্রি করার মতো এই গৃহস্থালি কাজগুলো যখন নারী করে, তখন সেই কর্মকে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হয় না। মিলেট বলেন-"In traditional patriarchy, women as non-persons without legal standing, were permitted no actual economic existence as they could neither own nor earn in their own right .Since women have always worked in patriarchal societies, often at the most routine or strenuous tasks , what is at issue here is not labour but economic reward . In modern reformed patriarchal societies, women have certain economic rights , yet the "woman's work"in which some two thirds of the female population in most developed countries are engaged is work that is not paid fair. In a money economy where autonomy and prestige depend upon currency, this is a fact of great importance ."[৩]

তাছাড়াও প্রচারমাধ্যম, বিজ্ঞাপনের ভাষায়, চলচ্চিত্রে নারীর অবমাননার প্রতিকার হিসেবে তাঁরা আরও কড়া আইন দাবি করেন। এমনকি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আইনের অঙ্গনে যাতে গুরুত্ব পায় সেই অন্তর্ভুক্তির কথাও বলেন উদারপন্থী নারীবাদীরা। যেমন Marital Rape বা বৈবাহিক ধর্ষণ যে আজ আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে, তা এই অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার ফলে সম্ভবপর হয়েছে।

Mary Wollstonecraft এর *Vindication of the Rights of Women* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই উদারনৈতিক নারীবাদের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গ্রন্থটিতে উলস্টোনক্রাফট বলেন যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বঞ্চনা অপমান ও অবদমনের কারণ হল নারীর উপযুক্ত শিক্ষার অভাব । এই অপমান ও অবদমনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নারী শিক্ষার প্রসার

ঘটানো প্রয়োজন । তাঁর মতে শিক্ষা কেবল নারীকে সমৃদ্ধই করে না , একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সমৃদ্ধ করে। তবে সেই শিক্ষাকে হতে হবে লিঙ্গ পক্ষপাতহীন ।

পরবর্তীকালে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও The Subjection of Women গ্রন্থে নারীর অবদমনের কারণ হিসেবে নারীর উপযুক্ত শিক্ষার অভাব সমাজে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে , বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এবং পক্ষপাতদুষ্ট আইনতন্ত্রের কারণেই নারী অবদমিত ও বঞ্চনার শিকার। শিক্ষার অভাবে নারী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়। পারিবারিক পরিস্থিতিতে নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে এবং পুরুষের অধীনস্থ হয়ে কালাতিপাত করতে বাধ্য করা হয় ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদারপন্থী নারীবাদী তাত্ত্বিক সারাহ্ গ্রিমকে (Sarah Grimke (1792- 1873) নারীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন । মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পরিবর্তে গৃহশিক্ষকদের কাছে তাঁকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। নিজের পছন্দমতো শিক্ষাক্রম তিনি পড়তে পারেননি যদিও তাঁর ভাই ধ্রুপদী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে একজন নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা , ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা ও শিক্ষা বিধির বাইরে রাখার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন । উদারনৈতিক নারীবাদীদের মধ্যে Lucretia Mott এর নামও উল্লেখ্য। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার রক্ষার্থে এবং দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। Seneca Falls Convention (19 Jul 1848 – 20 Jul 1848), এই মহাসম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন Mott.

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই মার্কিন উদারপন্থী নারীবাদী ব্যক্তিত্ব হলেন - Elizabeth Cady Stanton (১৮১৫-১৯০২) এবং Susan B. Anthony (১৮২০-১৯০৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা ।

নারীবাদী দ্বিতীয় তরঙ্গে বেটি ফ্রাইডেন নারী পুরুষের সমান অর্থনৈতিক সুযোগের অধিকার এবং বৈবাহিক ব্যবস্থায় সমানাধিকারের বিষয়ে এবং সমানাধিকার সংশোধনী বা Equal Rights Amendment এর পক্ষে সোচ্চার হন।

আর এক উল্লেখযোগ্য উদারপন্থী নারীবাদী তাত্ত্বিক হলেন Susan Moller Okin (১৯৪৬-২০০৪)। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় Justice Gender and the Family । এই গ্রন্থে তিনি বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ন্যায়তত্ত্বগুলির সমালোচনা করে বলেন যে এই তত্ত্বগুলি সবই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত। তাঁর মতে , সমাজে পরিবারই হলো লিঙ্গবৈষম্যের সৃষ্টির প্রথম সোপান। কারণ এখান থেকেই শিশুরা লিঙ্গবৈষম্যের প্রথম পাঠ শেখে। প্রকৃত অর্থেই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পরিবারের আলোচনা দিয়ে শুরু করা উচিত এবং পরিবারের লিঙ্গবৈষম্য দূর করা উচিত প্রথমেই।

খ) চরমপন্থি নারীবাদ (Radical Feminism)

প্রচলিত দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি কোনোটিকেই বদল না করে উদারপন্থী নারীবাদীদের এই অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পগুলিকে চরমপন্থী নারীবাদীরা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন নারীর এই অবদমন কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। লিঙ্গ বৈষম্যের মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্র, পুরুষ কেন্দ্রিকতা । পিতৃতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে নারীর প্রতি বৈষম্য কোনোদিনই দূর হবে না । রাষ্ট্রের কাছে উদারপন্থী নারীবাদীরা যে সুবিচার প্রত্যাশা করেন সেটা নিজেই একপেশে, পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট । এ হেন আইনের কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করলে নারী স্বয়ং পিতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠবে। ১৯৬৭ সালে আমেরিকায় চরমপন্থী নারীবাদের জন্ম। একদল মহিলা NOW এর সদস্যপদ ত্যাগ করে একটি বিকল্প গোষ্ঠী রচনা করেন। Practical Feminist-রা তথাকথিত নিউ লেফট বা নব্য বামপন্থী ছিলেন। চরমপন্থী নারীবাদ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাঁরাও যৌন পরিচয়ের দ্বারা লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারিত হওয়ার বিরোধিতা করেন। যদিও তাঁরা দেকার্তের মতো এ কথাও বলেন না যে, মন শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাঁদের মতে যৌন পরিচয় ও লিঙ্গের পরিচয় একে অন্যকে প্রভাবিত করে। এই সম্পর্ক একরৈখিক নয়, উভয়মুখী। চরমপন্থী নারীবাদীরা উদারপন্থী নারীবাদীদের মতো অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পকে সমর্থন করেন না। একটি নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক সাধারণীকরণের সম্ভাব্যতাকে তারা খারিজ করেন; তাঁদের মতে মানুষের কোনো লিঙ্গ অনপেক্ষ, ইতিহাস অনপেক্ষ অবস্থান থাকাই সম্ভব নয়। কোনোটাই অবজেকটিভ নয়, সবটাই সাবজেক্টিভ। লিঙ্গ মোচন করা অসম্ভব। তবে লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে একটা সাম্য ভাব আনা যেতে পারে । এই নারীবাদীরা লিঙ্গ অনপেক্ষ একটি বিশুদ্ধ তত্ত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব, এ কথাই স্বীকার করেন না। সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সম্ভাবনা বা apriori reason এর সম্ভাবনাও তাঁরা অস্বীকার করেন। চরমপন্থী নারীবাদীরা প্রচলিত তন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি নয় বরং প্রচলিত তন্ত্রকে পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন। তারই অনন্য ফল স্বরূপ ধ্রুপদী লজিকের বিকল্প হিসেবে তাঁরা fuzzy logic, many valued logic, para - consistent logic এর বিকল্প খোঁজেন। নিছক পরিবর্তন আনার তাগিদেই যে তাঁরা এই পরিবর্তনে সচেষ্ট হন, তা কিন্তু নয়। তাঁরা মনে করেন প্রতিটি Logical System-র সঙ্গে একটা করে Rational Practice যুক্ত রয়েছে। চর্যায় লিঙ্গসাম্য আনতে গেলে সেই চর্যার নিয়ামক চিন্তা তন্ত্রের বদল আনতে হবে। চরমপন্থী নারীবাদীরা সবসময় বৈষম্যের মূল কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করেন লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ লুকিয়ে আছে নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে। অসম ক্ষমতা বন্টন এবং অবদমন দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছে মননের গভীরে। এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকেই লিঙ্গ বৈষম্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহত্তর সমাজে যা দেখা যায় তার বীজ লুকোনো আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কে অবস্থিত শোষণে। এ প্রসঙ্গে মিলেটের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য -

"Patriarchy's chief institution is the family. It is both a mirror of and a connection with the larger society; A patriarchal unit within patriarchal whole...As the fundamental instrument and the foundation unit of patriarchal society the family and it roles are prototypical. Serving as an agent of the larger society, the family not only encourages its own members to adjust and conform, but acts as a unit in the government of the patriarchal state which rules it's citizen through it's family heads ."[8]

পিতৃতন্ত্রে সর্বদাই ক্ষমতার একটা কেন্দ্র ও প্রান্ত থাকে। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার সমবন্টন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এজন্য চরমপন্থী নারীবাদীরা এমন একটা তন্ত্র রচনা করার চেষ্টা করেছেন যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্তের দুটি স্পষ্ট অবস্থান নেই। বরং এই দুটি পক্ষ ভিন্ন হলেও সমান মূল্যবানরূপে বিবেচিত হতে পারে । তাঁরা উদারপন্থীদের ন্যায়ে ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তারূপে না দেখে, ব্যক্তিসত্তাকে অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং পারস্পরিকতা দিয়ে গড়ে ওঠা সত্তারূপে দেখেন। তাঁদের কাছে এই ব্যক্তিসত্তা গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদারপন্থীরা আণবিক সত্তার কথা বলেন, অপরপক্ষে চরমপন্থীরা সম্পর্কিত সত্তার কথা বলেছেন। একটি সত্তা যদি তার স্বরূপের জন্য অন্য সত্তার উপর নির্ভর করে এবং এই নির্ভরশীলতাবোধ যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে একে অন্যের ওপর ক্ষমতার আস্ফালনের জায়গা থাকে না। নারী ও পুরুষের যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণা থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিভিন্ন রাজনীতি। ভাষার প্রয়োগ, বাগধারার প্রভাব ইত্যাদির ব্যবহারে প্রতিফলিত হয় আমাদের যৌন এবং লিঙ্গ ধারণা। যখন বলা হয়, "পতির পূণ্যে সতীর পূণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে" বা "নারী নরকের দ্বার" তখন একটা সমাজের চিন্তার পরিমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ চিন্তা তন্ত্রকে নতুন করে সাজানোর কথা বলেন চরমপন্থি নারীবাদীরা ।

চরমপন্থী নারীবাদীরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত রূপে দেখেন। এর ফলে স্বতন্ত্র বলতে তারা যা বোঝেন, তা হল সম্পর্কিত থেকেও নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা। এজন্য চরমপন্থী নারীবাদীরা ব্যক্তিগত পরিচয় বা Personal Identity-র ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রকল্প বা Consciousness Raising Programme। ছোট ছোট গোষ্ঠী করে নারীরা তাদের অনুভূতির কথা একে অপরকে বলে, কবিতা, গল্প, পথনাটিকা, সাহিত্যসভা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনমানসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন ।

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরমপন্থী নারীবাদীদের একাংশ সমকামিতাকে সমর্থন করেন। তাঁদের মতে বিষম যৌনতার পরিবর্তে সমকামিতাকে সমর্থন করলেই সমাজের চিরাচরিত চিন্তাধারার মূলে আঘাত করা যাবে। লিঙ্গ বৈষম্যের যে বীজ নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে গ্রথিত, তা সমূলে উৎপাটিত হবে। এই নারীবাদীরা সন্তানের জন্য পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতাকে তুচ্ছ করে, কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়ার পক্ষপাতী।

এতৎসত্ত্বেও চরমপন্থী নারীবাদ, নারী মুক্তির সংগ্রামকে নিছক যৌনতার পর্যায়ে নামিয়ে আনার দায়ে অভিযুক্ত হয়। নারীবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরুষদের সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা নয় বরং পুরুষতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করা। প্রযুক্তির সাহায্যে কেবল কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া জীবনকে যান্ত্রিক করে তুলতে পারে, আবার সমকামিতাকে প্রাধান্য দান বিষমকামিতার প্রান্তিকীকরণ ঘটাতে পারে। নারীবাদের উদ্দেশ্য লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনো প্রান্তিকীকরণই সেক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয় ।

নরম কিংবা চরম যে কোনো পন্থাতেই নারীর সর্বান্তকরণ মুক্তি এবং নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকারই নারীবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য। সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। একটি নরম মনের অধিকারী, সংসারপ্রিয় আবেগী নারীর উপর চরমপন্থী নারীবাদী হানা সেও এক প্রকার শোষণই। অন্যদিকে নিজের শর্তে বাঁচতে চাওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারীর, সমকামী নারীর, পুরুষ বিবর্জিত নারীর, প্রতি জোর করে সমাজের অভিপ্রেত নারী সুলভ গুণগুলিকে চাপিয়ে দেওয়া ও তাকে সমাজের প্রত্যাশিত সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে বিচার করা কিংবা ঘর কন্যা প্রিয়, আবেগপ্রবণ, ক্রিকেটপ্রেম বিমুখ কোন পুরুষকে মেয়েলি বলে দাগিয়ে দেয়ার যে নিরন্তর সামাজিক প্রচেষ্টা তাকে নিরস্ত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর জন্য প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে হবে। সংস্কারমুক্ত খোলা মনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নারীবাদ উভয়কে পাথেয় করে একটি মধ্যপন্থা নির্ণয় করতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ এবং রাষ্ট্র যত কম সম্ভব হস্তক্ষেপ করে সেটাই আগামীর নারীবাদী আন্দোলনের উপজীব্য হওয়া উচিত।

References /তথ্যসূত্র :-

1. Sheila, Rowbotham, , Women in Movement : Feminism and Social Action, Routledge, New York and London, 1992, p.4.
2. শেফালী, মৈত্র, নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা- 88।
3. Kate, Millet, Sexual Politics, University of Illonois Press, Urbana and Chicago, 1969, ISBN 0252-06889, P-39-40.
4. ibid, P-33

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থসূচী :-

1. শেফালী, মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০০৩।
2. রামকৃষ্ণ দে, *মানবীবিদ্যাঃ উদ্ভব ও প্রেক্ষাপট*, বসু, রাজশ্রী, চক্রবর্তী , বাসবী, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, ২০০৮।
3. হাসনা, বেগম, *নৈতিকতা, নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৩, ISBN: 9844103016 ।
4. Mary Woolstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects.*
5. John Stuart, Mill, *The Subjection of Women*, Chapter III, The Project Gutenberg E-Book , Release date – October 28 , 2008 .